তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৬

**স্বাধীনতার পরাজিত গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যবহার করে ষড়যন্ত্র করছে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে দেশকে ধ্বংস এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে বিতর্কিত করতেই স্বাধীনতার পরাজিত গোষ্ঠী দেশ-বিদেশে বসে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যবহার করে ষড়যন্ত্র করছে।

 আজ রাজধানীর শাহবাগে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত সারা দেশে একযোগে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১' এর উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান। এ বছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের স্লোগান 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'।

 মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি যারা মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, বাঙালিকে নৃসংশভাবে হত্যা করেছে, নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে, জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করে হত্যাকারীদের আশ্রয়- প্রশ্রয় দিয়েছে এবং যারা দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় তারা এবং আজকের ষড়যন্ত্রকারীরা একই সূত্রে গাথা।

 ষড়যন্ত্রকারীরা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশেকে বিশ্ববাসীর নিকট বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি গল্প বানিয়ে দেশের মানুষকে বোকা বানানো যাবে না। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ এখন বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেলে রূপান্তরিত হয়েছে।

 বই পড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, লাইব্রেরিতে বসে পড়ার আবেদন কখনো শেষ হবে না। শতবর্ষ আগে যে সমস্ত মনীষীদের গল্প শুনেছি বা জীবনী আমরা পড়েছি তারা সবাই বই পড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। সভায় মুখ্য আলোচক এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণগ্রন্থাগারের মহাপরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক।

#

হায়দার/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৫

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই

**কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব দুই বাংলার নৈকট্য গভীর করতে আরো অবদান রাখবে বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাৎসরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ কলকাতার রবীন্দ্রসদনের নন্দন-১ হলে ৫ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি মন্ত্রী বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু ও ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সম্মানীয় অতিথি, ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান ও কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তা হিসেবে প্রথম সচিব প্রেস ডঃ মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যৌথভাবে ভারত-বাংলাদেশের চলচ্চিত্র তৈরির কাজ হচ্ছে, যা আগে ছিল না। আমাদের আসল পরিচয় আমারা বাঙালি, তাই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়াতে হবে। এর ফলে দুই বাংলার নৈকট্য স্থাপন হবে।’

 পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, সমাজে উন্নয়নের জন্য শিল্প ও সাহিত্যের সাথে রাজনীতি আনা ঠিক নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা বিশ্বে এক অনন্য সম্পদ বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

 এবছরকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং ভারত বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেরও পঞ্চাশ বছর হিসেবে বর্ণনা করে ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, ভারত-বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা একসাথে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক রক্তের অক্ষরে গড়া । তাই এই সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়।

 তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাইমুম সারোয়ার কমল, বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, চিত্রতারকা জয়া আহসান, সৃজিত প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের ৩২টি চলচ্চিত্রের মধ্যে উদ্বোধনী সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হয় ‘হাসিনা: আ ডটারস টেল’।

**আগামীকাল বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ‘ব্রিগেড গ্রাউন্ডে’ যাচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী**

 এদিকে আগামীকাল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের ৪৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেখানে যাচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রায় দশ লাখ মানুষের সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে ছিলো স্বাধীনতার আনন্দ, স্বজন হারানোর বেদনা, ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও চিরঞ্জীব সম্প্রীতি আর স্বাধীনতাবিরোধীদের সমালোচনা।

 এবছর মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনকে সাথে নিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬ ফেব্রুয়ারি স্মরণে যে সভা আয়োজন করেছে, সেখানে প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রীর সাথে ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত ভারতীয় গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

 এদিকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আজ কলকাতার একাডেমি অভ্‌ ফাইন আর্টসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ‌‌ব‌ঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শিরোনামে আয়োজিত দু'দেশের ২৬ জন চিত্রশিল্পীর ৬০টি চিত্রকর্মের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কিরীটি রঞ্জন বিশ্বাস ও জাকির হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র অধিশাখার যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম, উপসচিব সাইফুল ইসলাম-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তথ্যমন্ত্রীর সাথে রয়েছেন।

#

আকরাম/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৪

**চলচ্চিত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানদের ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করার শক্তিশালী মাধ্যম**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমে্‌দ পলক বলেছেন, চলচ্চিত্র সৃজনশীল শক্তিশালী একটি মাধ্যম ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার, যার মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ গঠন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানদের ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১’ এর সমাপনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আয়োজকদের প্রশংসা করে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আছে বলেই এতো বাধা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারা এ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে সফলভাবে আয়োজন করেছে। সংগঠনটিকে ৫০ লাখ টাকা অনুদানের ঘোষণা দেন তিনি।

 জুনাইদ আহমে্‌দ পলক বলেন, আমাদের সন্তানদের মেধার ঘাটতি নেই। দরকার শুধু একটি সুযোগের। তাদের সুযোগ করে দিতে হবে। শিশুদের আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনশ’টি স্কুল অভ্‌ ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমাদের সন্তানেরা অ্যানিমেশন, রোবোটিক্সসহ আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে। তিনি বলেন, দেশে ১২ টি হাইটেক পার্ক সিনেপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে। শিশুদের নির্মিত চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিকমানের হলে হাইটেক পার্কের সিনেপ্লেক্সে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী

 উল্লেখ্য, ৩০ জানুয়ারি থেকে ৭দিন ব্যাপী আয়োজিত উক্ত উৎসব উপলক্ষে ৩টি ভেন্যু হতে ৩৭টি দেশের ১৯৭টি শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 পরে প্রতিমন্ত্রী ৭টি ক্যাটেগরিতে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

শহিদুল/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৩

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে**

 **---পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১২ বছরে জাতীয় জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে-এর পেছনের শক্তি দেশের পরিশ্রমী মানুষ।

 মন্ত্রী আজ ঢাকার স্থানীয় এক হোটেলে “দ্য ইনস্টিটিউট অভ্ কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অভ্ বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) আয়োজিত ‘সাউদ এশিয়ান ফেডারেশন অভ্ একাউন্ট্যান্টস (সাফা)’এর দু’দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 এম এ মান্নান বলেন, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রায় সারা দেশে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, পুরো দেশ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে যা বিশ্বমানের এবং এ অঞ্চল যে কোনো দেশের তুলনায় ভালো। তিনি বলেন, দেশের সকল অর্জনের পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে দেশের পরিশ্রমী মানুষ। তিনি বলেন, এই অর্জনকে ধরে রাখার জন্য, সংহত করার জন্য প্রয়োজন সামাজিক ঐক্য, দৃঢ় বিশ্বাস ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা।

 কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তৃতা দেন কম্পোট্রলার এন্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.
মোঃ হামিদ উল্লাহ ভূইয়া, সাফার প্রেসিডেন্ট এ কে এম দেলোয়ার হোসেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট H M Hennayake Bandara, আইসিএবি’র প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল হাসান খসরু, আইসিএমএবি’র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন আকন্দ এবং সাফা কনফারেন্স আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল আজিজ প্রমুখ ।

#

শাহেদ/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২১০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫২

**গ্রন্থাগার আন্দোলন বেগবানকরণ ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর**

**সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদান**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালে ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দুই কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি এনাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর নামে যাত্রা করে। এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেগবানকরণ ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে ৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস- ২০২১' উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের আবেদন কখনো ফুরিয়ে যাবে না। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাফল্য-ব্যর্থতা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত থাকে বইয়ে, আর এ বই সংরক্ষণ করা হয় গ্রন্থাগারে। আমরা যেন আমাদের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ভুলে না যাই, গ্রন্থাগার তা স্মরণ করিয়ে দেয়। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে গ্রন্থপ্রেমীসহ সাধারণ মানুষের মাঝে যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সভ্যতার অন্যতম বাহন হচ্ছে গ্রন্থ। গ্রন্থের ওপর ভর করেই এগিয়েছে মানব সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থকেন্দ্র সাত পাহাড়ের দেশ রোমে এবং গ্রীসে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই। ১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডে গণগ্রন্থাগার আইন পাসের পরই ইংরেজ শাসক ও দেশীয় এলিটদের সহযোগিতায় পূর্ববঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮৫৪ সালে যশোরে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি। এর ধারাবাহিকতায় বগুড়ার উডবার্ন, নাটোরে ডিক্টোরিয়া লাইব্রেরিসহ পূর্ববঙ্গে ডজনখানেক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে।

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি বিকাশে কাজ করতে চায় উল্লেখ করে কে এম খালিদ বলেন, 'উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্পে দুই মন্ত্রণালয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে পারলে এটির দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তিনি এ বিষয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন।

 আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। স্বাগত বক্তৃতা করেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবুবকর সিদ্দিক।

#

ফয়সল/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫১

**সিলেটে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ তদন্তে**

**৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 সিলেটে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ তদন্তে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

 সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের কাছাকাছি বরমচাল এবং মাইজগাঁও স্টেশনের মাঝখানে গতকাল রাত ১২টায় একটি তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেনের ২০টি বগির মধ্যে ১০টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

 ঢাকা বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল কবিরকে আহ্বায়ক করে এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (লোকো) রেজাউল আলম সিদ্দিকী, বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ মোঃ সুলতান আলী, বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ক্যারেজ) সুজিত মজুমদার এবং বিভাগীয় সংকেত ও টেলিকম প্রকৌশলী মোঃ মোস্তফা কামাল। আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে এ কমিটিকে দুর্ঘটনা তদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 এদিকে দুর্ঘটনার পরে সকালে আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আজ রাতের মধ্যেই লাইনটি ট্রেন চলাচলের উপযোগী করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

#

শরিফুল/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫০

**তৃণমূলের স্বার্থ সমুন্নত রাখতেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড**

 **-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, সমাজের প্রান্তিক ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সমুন্নত রেখে যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সক্রিয় রাজনীতির সাথে দেশের ৫ থেকে ১০ শতাংশ মানুষ জড়িত। সমাজের বেশিরভাগ খেটে খাওয়া মানুষ সক্রিয় রাজনীতির সাথে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। কিন্তু তারাই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাদের শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সুতরাং দেশের সকল কর্মকাণ্ডে তাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ সংলগ্ন যে খেলার মাঠ, সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের নিকট তা ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার মিলন মেলার আশ্রয়স্থল। সংস্কৃতি ব্যক্তিকে সামাজিক মানুষে পরিণত করে। মানবিক মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে সার্কিট হাউজ সংলগ্ন মাঠ ময়মনসিংহ শহরে মানবিক গুণ সম্পন্ন মানুষ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

 আলোচনা সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখায় তাঁর পিতা মরহুম শামসুল হকের একুশে পদক প্রাপ্তি উপলক্ষে তারাকান্দার বঙ্গবন্ধু সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে তার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন।

#

সিদ্দিকী/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৯

**গ্রামকে শহরে রূপান্তর করছে সরকার**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গ্রামকে শহরে রূপান্তরে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। শহরের সুযোগ-সুবিধাকে প্রতিটি গ্রামে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এর ফলেই উন্নত রাস্তাঘাট নির্মাণ, আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎসহ আধুনিক শহরের সুযোগ-সুবিধা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন। এসময় মধুপুর পৌরসভার বর্তমান মেয়র মাসুদ পারভেজ, নবনির্বাচিত মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার শফিউদ্দিন মনিসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী নিজ নির্বাচনি এলাকা মধুপুরের জনগণের উদ্দেশে বলেন, সরকার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মধুপুরের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে, প্রায় সব রাস্তা পাকা করেছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সবার আদর্শ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সরকার একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে যেখানে সকল মানুষের জন্য উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রী আগে মানুষকে খাবার উপহার দিতেন, শাড়ি-লুঙ্গি উপহার দিতেন; এখন তিনি গৃহহীনকে ঘর উপহার দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগের ফলে এদেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না।

#

কামরুল/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৫৬৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৪৩৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৪৬৫ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৭জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ১৮২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৮২ হাজার ৪২৪ জন।

#

দলিল/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৫৪৭

**উপকূলীয় এলাকার টেকসই বাঁধ প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে**

 **---পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

সাতক্ষীরা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 সাতক্ষীরা এবং খুলনাসহ উপকূলীয় এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে টেকসই বাঁধ প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এটি একনেকে অনুমোদন হবে। বর্ষা মৌসুমের আগেই এই এলাকায় স্থায়ী বাঁধের কাজ শুরু হবে।

 আজ সাতক্ষীরা ও খুলনার কয়রায় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আম্ফানের পর এই এলাকার মানুষ দুঃখ দুর্দশায় পড়েছে। ১২টি পয়েন্টে জরুরি কাজে ৭৫ কোটি টাকা সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় সেনাবাহিনী কাজ সম্পন্ন করেছে।

 এ সময় খুলনা-৬ এর সংসদ সদস্য মোঃ আক্তারুজ্জামান বাবু, শ্যামনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউল হক দোলন, কয়রা উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকন উদ দৌলা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. মোঃ মিজানুর রহমান।

 এ সময় প্রতিমন্ত্রী সাতক্ষীরার শ্যামনগরের দাতিনাখালী, লেবুবুনিয়া, খুলনা জেলার কয়রার গোলখালী, বেদকাশী, হরিণখোলা, আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগরের চাকলা ও কুরিকাউনিয়া বিভিন্ন ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করেন।

#

আসিফ/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৫৪৬

**ছয়দফা দাবি পেশ দিবস স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট**

**অবমুক্ত করলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসে ৫ ফেব্রুয়ারি এক অবিস্মরণীয় দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৬৬ সালের এই দিনে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে ছয়দফা দাবি পেশ করেন। পরে সংবাদ সম্মেলন করে তা প্রকাশ করেন। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক অধিদফতর স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় তাঁর সরকারি বাসভবনের দফতরে এ বিষয়ে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডেটাকার্ড উদ্বোধন করা হয়। মন্ত্রী এ সংক্রান্ত একটি সিলমোহর ব্যবহার করেন। তিনি এ বিষেয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

 বিবৃতিতে মন্ত্রী ছয়দফার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ‘৬ দফা দাবি’ পেশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড বাধা দেয়। বাধা পেয়ে তিনি ৫ ফেব্রুয়ারি সেখানে সংবাদ সম্মেলন করে সেটা তুলে ধরেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি তাঁর ছয় দফাটা দিয়ে দেন।

 ৬৬’র ছয় দফা আন্দোলনে রাজপথে ছাত্রলীগের লড়াকু সৈনিক মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য একটি অধ্যায় । ২৪ বছরের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের মহাকাব্যের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বেশিরভাগ সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আপসহীন নেতৃত্ব বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

 স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডেটাকার্ড আজ থেকে ঢাকা জিপিও’র ফিলাটেলিক ব্যুরো এবং পরে দেশের অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

#

শেফায়েত/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৫৪৫

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীরা**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : ঢাকার নুহীন ও মোঃ শাহ পরান, চুয়াডাঙ্গার মোঃ নয়ন উদ্দীন, কিশোরগঞ্জের শিম্মি আহমেদ এবং জামালপুরের আল-আমিন মিয়া।

          গতকালের কুইজে ৮৪ হাজার ৬৯৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৪

 **ইলেকট্রনিক ফিন্যান্সিয়াল ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর লটারির ড্র অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ‘ইলেকট্রনিক ফিন্যান্সিয়াল ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ হতে ইস্যুকৃত চালানের প্রথম লটারির ড্র আজ প্রধান অতিথি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিমের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

 ‘আর্থিক পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২০’ অনুযায়ী ক্রেতাদের ভ্যাটপ্রদানে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলনকক্ষে এ ড্রর আয়োজন করা হয়। প্রতিমাসের ৫ তারিখে নিয়মিতভাবে লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হবে। লটারির ড্রতে পূর্ববর্তী মাসের প্রথম হতে শেষ কার্যদিবস পর্যন্ত ইস্যুকৃত মূসক চালানসমূহ লটারির জন্য বিবেচিত হবে। ১ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ইস্যুকৃত চালানের ড্র আজ অনুষ্ঠিত হয়। ড্র অনলাইনভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। লটারিতে একলক্ষ হতে দশহাজার পর্যন্ত ১০১টি পুরস্কার রয়েছে।

 ড্র এর ফলাফল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি (www.nbr.gov.bd) পরবর্তী ৩ কার্যদিবসের মধ্যে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। লটারির বিজয়ীকে যেকোনো কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে পুরস্কারের জন্য রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত ফরমে লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হবার পর ঐ মাসের শেষ কার্যদিবসের মধ্যে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে হবে বলে।

#

মু’মেন/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৩

**তিনবছরে বড়দিন উপলক্ষ্যে আড়াই কোটি টাকা অনুদান প্রদান**

চট্টগ্রাম, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান বলেছেন, বিগত ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালে বড়দিন উপলক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে গির্জা/চার্চ/উপাসনালয়গুলোর জন্য খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর অনুকূলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণতহবিল হতে আড়াই কোটি টাকার বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ধর্মপালনে সরকার সমান সুযোগ দিয়ে থাকেন। দেশবাসী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। তিনি আরো বলেন, সবার অংশগ্রহণে ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

 তিনি আজ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে খ্রিস্টানধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বছর পর ৫ নভেম্বর ২০০৯ সালে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রমপরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে ১টি স্থায়ী আমানত করেছে। ট্রাস্টপ্রতিষ্ঠার পর বিগত ১০ বছরে ট্রাস্ট তহবিলের মুনাফা থেকে দেশের ৪১৭টি চার্চকে ২ কোটি ১৬ লাখ ২৩ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। পালক-পুরোহিতদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য ৬টি এবং ছাত্র-যুবকদের নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক ১৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে ৪৪৬ জন পালক-পুরোহিত এবং ৯৬৬ জন ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেছে।

 অন্যান্যের মধ্যে ধর্মসচিব মো. নুরুল ইসলামসহ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি উত্তম শর্মা, ট্রাষ্টি সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়াসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিত এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী নগরীর ষোলশহরে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরীর কবর জিয়ারত করেন।

#

বশার/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪২

**১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর**

**ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

 ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কলকাতার ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয় আগামীকাল কলকাতায় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্মরণসভার আয়োজন করেছে। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিখ্যাত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহায়তায় মহান দিবসটি উপলক্ষ্যে সেই ঐতিহ্যবাহী প্যারেড গ্রাউন্ডে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপদূতাবাসকে সঙ্গে নিয়ে যে স্মরণসভা আয়োজন করেছে, তা একটি মাইলফলক উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

 বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের অবদান চিরস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের প্রায় এককোটি মানুষকে ভারত যেমন আশ্রয়-খাদ্য-রসদসহ সবরকম সহায়তা দিয়েছে, তেমনি হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে কারণে আমাদের দু’দেশের বন্ধুত্ব রক্তের অক্ষরে লেখা। করোনাভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলাতেও ভারতের পক্ষ থেকে বিশলাখ ভ্যাকসিন উপহার সেই বন্ধুত্বেরই স্মারক।

 ছাত্রজীবনে জাতির পিতার কলকাতায় অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই শহরের ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময়েই তিনি জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শুদ্ধ রাজনীতির চর্চা ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনন্য সম্মিলনে ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে সমাজজীবনকে বদলে দিতে পারে, তা তিনি কলকাতা শহরে ছাত্রাবস্থাতেই রপ্ত করেছিলেন।

 মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৭২ লাখ বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন গোটা কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মিলনমেলা। ভারত সরকারের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরাগী নেতৃবৃন্দ কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সে সময় কলকাতার কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীসহ সকলেই বাংলাদোশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাঙালি জাতির পিতার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে কলকাতায় যাত্রা বিরতি করবেন, এমনটাই ভেবেছিল কলকাতাবাসী। কিন্তু জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশের মাটিতে আগে যেতে চেয়েছিলেন বলে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দিল্লী থেকে সরাসরি ঢাকা যাওয়ার পথে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে বার্তা পাঠান যে, তিনি অতি শিগগিরই কলকাতা আসবেন।

 পরবর্তীতে জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনদিনের সফরে কলকাতায় আসেন এবং ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। সেদিন তিনি উত্তাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চিরদিন অটুট থাকবে’। তাঁর অগ্নিঝরা ভাষণে উপস্থিত জনতা আবেগাপ্লুত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ভারতের জনগণ, সরকার, সশস্ত্রবাহিনী, বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসামের জনগণের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

 ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণের মাহেদ্রক্ষণে আমি আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। সে সঙ্গে আমি গভীর কৃতজ্ঞাভরে স্মরণ করি, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের একাত্মতা ও আত্মত্যাগ। এই ঐতিহাসিক দিনে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ও ভারত দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে - এই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা